আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে রাজনৈতিক দলগুলির কাছে দাবি নদী, জলাশয় ও জলাভূমি বাঁচান; রাজ্য বাঁচান

বাংলাকে বলা হয় নদীমাতৃক। নদীগুলির তীরেই গড়ে উঠেছে অধিকাংশ শহর, গ্রাম। নদীগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে অসংখ্য খাল, বিল, জলাভূমি। রয়েছে অসংখ্য জলাশয়। জীববৈচিত্র সংরক্ষণ, ভূগর্ভে জলের ভাণ্ডার রক্ষা এবং অসংখ্য মানুষের জীবিকা নির্বাহর জন্য এই জলসম্পদের ভূমিকা অপরিসীম। এ বিষয়ে কোনো বিতর্ক নেই যে এই বাংলার অধিকাংশ নদী, জলাভূমি ও জলাশয় আজ বিপন্ন। বিপন্নতার কারণ বহুমাত্রিক। একদিকে যখন অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, আবহাওয়া পরিবর্তন, পলির অনিয়মিত চলাচল ইত্যাদি প্রাকৃতিক কারণে কিছু নদী অস্তিত্বের সঙ্কটে, তখন অন্যদিকে মানুষের কারণেই বহু নদী আজ বিপর্যয়ের মুখে। জলাভূমি, জলাশয়ের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। ভূগর্ভের জলও আজ দূষিত এবং নিঃশেষিত। বস্তুতঃ মানুষের কারণে বিপর্যয়ের দ্বিতীয় কারণটাই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোথাও কোথাও আবার প্রাকৃতিক কারণের সমস্যাগুলিও অনেকাংশে বাড়িয়ে তুলছে মানুষের কুকর্ম।

কেন নদীগুলির এই অবস্থা? ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মত এই রাজ্যেও কয়েক দশক ধরে তাৎক্ষণিক লাভের আশায় বড় বড় বাঁধ তৈরি করে নদীর গতিকে রুদ্ধ করা হয়েছে, এখনও হচ্ছে। ভবিষ্যতের প্রভাব নিয়ে ভাবা হয় নি, এখনও হচ্ছে না। নদী কোথাও মজে যাচ্ছে, কোথাও পাড় ভেঙ্গে নদী তীরবর্তী জনজীবন বিপর্যস্ত করে তুলছে। নদীর এলাকা চিহ্নিত নেই। বহু জায়গায় নদী দখল হয়ে যাচ্ছে। নদীর উপরেই গড়ে উঠছে বহুতল বাড়ি, বাজার, তৈরি হচ্ছে হোটেল, ইঁটভাটা। সেতু তৈরির নামে অপ্রয়োজনে যথেচ্ছ থাম তৈরি হচ্ছে নদীর ভিতর। যথেচ্ছ বালি তোলা হচ্ছে। শিল্প কারখানার দূষিত বর্জ্য, শহরের পয়ঃপ্রণালীর বর্জ্য, কঠিন পৌর আবর্জনা — সবই ফেলা হচ্ছে নদীতে অথবা জলাভূমিতে। নদীর খাতের মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে চাষ বাস। জলাভূমিগুলির অবস্থাও একই রকম। জলাশয়গুলি হয়ে উঠেছে প্রোমোটারদের পাখির চোখ। যে কোনো সুযোগেই সেগুলি দখল করে নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে যাচ্ছে। প্রশাসন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিষ্ক্রিয় দর্শক, কোথাও বা প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে সক্রিয় সহযোগী।

অথচ শুধুমাত্র পরিবেশের কারণেই নয়, ব্যাপক অংশের মানুষের জীবন জীবিকার প্রয়োজনে নদী, জলাভূমি, জলাশয়গুলির বেঁচে থাকা অত্যন্ত জরুরি। এগুলির বেঁচে থাকা এবং সুস্বাস্থ্যের প্রধান মাপকাঠি হল তাদের জীববৈচিত্র বিশেষতঃ মৎস্যসম্পদ। মৎস্যজীবীরা নদীর জল খরচ না করে জলসম্পদ ব্যবহার করে। এই জলসম্পদ ভাল থাকা তাঁদের জীবন জীবিকার জন্য অত্যন্ত জরুরি। নদী ও জলাভূমিগুলি যেহেতু মজে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে, দূষিত হচ্ছে - প্রথম ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন মৎস্যজীবীরাই। তাঁরাই দায়ভাগী। তাই আজ পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মৎস্যজীবীরা নদী, জলাভূমি ও জলাশয়গুলি বাঁচানোর আন্দোলনে সামিল হয়েছেন।

কৃষিজীবীদের স্বার্থেও নদীর নিজস্ব গতিতে বয়ে চলা একান্ত প্রয়োজন। ভুল পরিকল্পনায় অথবা অপরিকল্পিত উপায়ে নদীতে বাঁধ দিয়ে সেচের মাধ্যমে নদীর জলের অপরিমিত ব্যবহার, নদীর ভিতরে কৃষি কাজ ইত্যাদি কোনো কোনো সময়ে সাময়িক ভাবে কৃষিতে লাভ দিলেও দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি হয়ে যায়। নদীর জল ছাড়াও মাটির নীচের, উপরের এবং বৃষ্টির জলের সুসংহত ব্যবহার করেই কৃষিতে দীর্ঘস্থায়ী সফলতা পাওয়া সম্ভব। নদীর স্বাভাবিক চলা এবং সুস্বাস্থ্য কৃষিজীবীদের পক্ষেও তাই একান্ত জরুরি।

বিভিন্ন পরিবেশ সংগঠন এবং পরিবেশপ্রেমী ব্যক্তিদের নিয়ে গড়ে তোলা সবুজ মঞ্চ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পরিবেশ সমস্যা নিয়ে ২০০৯ সাল থেকে সাধ্যমত কাজ করছে। অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে সবথেকে বেশি সংগঠন যে সাধারণ দাবিটি তুলছেন — তা হল জলসম্পদ বিশেষতঃ নদী বাঁচাতে হবে। এভাবেই তৈরি হয়েছে 'রাজ্য নদী বাঁচাও কমিটি'। জেলায় জেলায় তৈরি হচ্ছে নদী সংসদ। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কাছে আমাদের দাবি - পশ্চিমবাংলার নদী, জলাভূমি ও জলাশয়গুলি বাঁচানোর বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিন। নির্বাচনী ইস্তাহারে শুধুমাত্র পরিবেশ সম্পর্কিত কয়েকটি বাক্য বা প্যারাগ্রাফ না রেখে নদী, জলাভূমি, জলাশয় বাঁচানোর প্রয়োজনকে দৈনন্দিন প্রচার ও প্রতিশ্রুতিতে রাখুন। শ্রমজীবী সংগঠনগুলির কাছেও অনুরোধ, যেহেতু ব্যাপক অংশের মানুষের জীবন জীবিকা এবং স্বার্থ এই নদী, জলাভূমি, জলাশয়গুলির বেঁচে থাকার সঙ্গে জড়িত, আপনারাও এই উদ্যোগে সামিল হোন।

স্মারকলিপি

- পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলির অবস্থা পর্যালোচনার জন্য পরিবেশ নদী বিশেষজ্ঞ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, সংশ্লিষ্ট বিভাগ, পরিবেশ সংগঠন, মৎস্যজীবী সংগঠন এবং অন্যান্য নদী, জলাভূমি, জলাশয় নির্ভর সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিশন গঠন করা হোক। এই কমিশনের কাজ হোক সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে রাজ্যের জল সম্পদ রক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করা।
- নদীর উপর বড় বাঁধ, ব্যারেজ ইত্যাদি প্রকল্পের মাধ্যমে নদীগুলির গতি রুদ্ধ করা বন্ধ হোক। নদীগুলিকে স্বাভাবিক গতিতে চলতে দেওয়া হোক। জলাভূমি, জলাশয়গুলি দখল করা, বুজিয়ে ফেলা বন্ধ হোক।
- নদী, জলাভূমি গুলির সীমানা চিহ্নিত করা হোক। দখল বন্ধ হোক। নদীর সীমানা থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে যে কোনো ধরনের নির্মাণ বন্ধ করা হোক। নদী ও জলাভূমির উপর বর্তমান নির্মাণগুলি ভেঙ্গে ফেলা হোক। নদীর উপর ইঁট ভাটা, যথেচ্ছ বালি তোলা ইত্যাদি বন্ধ হোক।
- মজে যাওয়া এবং হারিয়ে যেতে বসা নদীগুলির পুনরুদ্ধার এবং সংস্কার করা হোক। জাতীয় পরিবেশ আদলতের রায় কার্যকরি করা হোক। হারিয়ে যাওয়া নদীগুলি পুনরুদ্ধার করা হোক।
- নদী ও জলাভূমির মধ্যে কারখানার বিষাক্ত শিল্প বর্জ্য, শহরগুলির পয়ঃপ্রণালীর বর্জ্য, পৌর আবর্জনা, প্লাস্টিক আবর্জনা ইত্যাদি ফেলা বন্ধ হোক।
- সমস্ত নদী, জলাভূমি ও জলাশয়ে মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার এবং চাষ করার অধিকার স্বীকার করা হোক। ''জাল যার, জল তার'' নীতি কার্যকরি করা হোক। নদী ও জলাভূমি নির্ভর স্থানীয় মৎস্যজীবী এবং জনগোষ্ঠীগুলির নদী, জলাভূমি ও জলাশয়গুলি দূষণ ও জবরদখল মুক্ত করার অধিকার স্বীকার করা হোক।
- যে সমস্ত নদীগুলির পাড় ভাঙ্গা গড়া চলছে, সেগুলির ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেওয়া হোক এবং নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের যথাযথ পুনর্বাসন এবং ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক।
- যে নদীগুলি দেশের সীমান্তের দুপারেই প্রবাহিত, সেগুলির সামগ্রিক পর্যলোচনা করে সে সব নদীগুলি বাঁচিয়ে রাখতে এবং দূষণ মুক্ত রাখতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হোক। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হোক যাতে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রতিবেশী সরকার এই বিষয়ে দ্রুত এবং কার্যকরি পদক্ষেপ নেয়।
- নদী বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র চালু করা হোক। আবহাওয়া পরিবর্তনের বিষয় বিবেচনায় রেখে রাজ্যের নদী নীতি ঘোষিত হোক।

নদী, জলাভূমি ও জলাশয় রক্ষার জন্য রাজ্য সরকারের অধীনে একটি বিশেষ দপ্তর গঠন করা হোক এবং একজন পূর্ণ মন্ত্রী নিয়োগ করা হোক।

নদী, জলাশয় ও জলাভূমি বাঁচান, রাজ্য বাঁচান

গণ সমাবেশ

১৭ মার্চ ২০২১ রামলীলা ময়দান, মৌলালি, কলকাতা

দুপুর ১টা থেকে বিকাল ৪টা

আয়োজনে ঃ সবুজ মঞ্চ নদী বাঁচাও কমিটি

সহযোগিতায় ঃ দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম

নব দত্ত, সবুজ মঞ্চ দ্বারা *RA 449 Sector IV Salt Lake, Kolkata 700105, Phone No. : 98311 72060* থেকে প্রচারিত